

মোহনপুরে আইআইআইটি-র স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে আইআইআইটি

আগরতলার মতো প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে : রাজ্যপাল



এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ মোহনপুরে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (আইআইআইটি), আগরতলার স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ভূমিপূজন করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাথ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। আইআইআইটি আগরতলার স্থায়ী ক্যাম্পাসটি ৫০.১৬ একর জমির ওপর আনুমানিক ১০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। এই ক্যাম্পাসে থাকবে শিক্ষা ভবন, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল, শিক্ষক ও কর্মীদের জন্য আবাসন এবং অন্যান্য আবাসিক সুবিধা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, আইআইআইটি আগরতলা গবেষণা ও উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। এই প্রতিষ্ঠান শুধু ত্রিপুরার উন্নয়নেই নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তার বাইরেও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। এই ক্যাম্পাস দেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করবে এবং ভবিষ্যতের এমন নেতৃত্ব গড়ে তুলবে, যারা দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

রাজ্যপাল বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশ যখন এগিয়ে চলেছে, তখন আইআইআইটি আগরতলার মতো প্রতিষ্ঠানগুলি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জাতীয় অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, সাইবার নিরাপত্তা এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দ্রুত পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাজ্যপাল শিক্ষার্থীদের কেবল প্রযুক্তির ব্যবহারকারী না হয়ে প্রযুক্তির উদ্ভাবক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাঁদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমাজের কল্যাণে অর্থবহ অবদান রাখার পরামর্শ দেন।

রাজ্যপাল আরও বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলে পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে এবং স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ তৈরি করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের গবেষণার সঙ্গে সমাজের প্রয়োজনের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই দিনটিকে আইআইআইটি আগরতলা, ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সম্মিলিত গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করে রাজ্যপাল স্মরণ করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে তার পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), আগরতলার ক্যাম্পাস থেকে পঠন পাঠনের কাজ শুরু করেছিল। তারপর থেকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (আইআইআইটি)-এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৮ সালের ২৫ জুন। প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করেছে যে, ত্রিপুরার মেধাবী শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে এবং একই সঙ্গে নতুন সুযোগ ও উদ্ভাবনের পথ অনুসন্ধান করতে সক্ষম। তিনি বলেন, আইআইআইটি আগরতলা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেয়, যা প্রচলিত প্রথাগত শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগায়। এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির পাঁচটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেছেন এবং এই ব্যাচগুলির মোট ১১০ জন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ত্রিপুরায় শিক্ষা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং গবেষণার অগ্রগতিতে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যাতে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি হয়। কৃষিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগগুলি শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উদ্ভাবনী ধারণাকে বাস্তবসম্মত সমাধানে রূপান্তর এবং দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার স্থানীয় মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আইআইআইটি আগরতলা ত্রিপুরার মানুষের উপকারে আসবে এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইআইআইটি আগরতলার পরিচালন পর্ষদের সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল (ড.) কে. হিমালয় সিং (অবসরপ্রাপ্ত) এবং এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যাপক এস. কে. পাত্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইআইআইটি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যাপক অভয় কুমার। সহকারী অধ্যাপিকা প্রার্থনা দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
